চিরকালীন মোল্লাতন্ত্র বনাম নারীর সমানাধিকার, ক্ষমতায়ন, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি-

রবিউল ইসলাম

"মানুষেরে ঘৃণা করি,-
ওরা কারা, কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি" ?..... বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

ধর্ম যখন মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠে, তখন কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী ঘটে একটি জাতির জীবনে। তাই হয়ে এসেছে চিরকাল, ইতিহাস তাই বলে। অথচ কে না জানে, মানুষের জন্যই ধর্ম এসেছিল , ধর্মের জন্য মানুষ নয়-ধর্মের নামে মোল্লা-পুরোহিতদের তথাকথিত (বিকৃত) শরিয়ত-মনুসংহিতার যাঁতাকলে নারীসমাজকে আজও বলী হতে হচ্ছে। আজ যেন মানুষ হয়ে গেল গৌণ (এবং তার মধ্যে নারী আরো বেশী গোণ), আর ধর্ম হয়ে গেল মুখ্য একশ্রেণীর মোল্লা-পুরোহিতদের কাছে। অথচ এই ভারতবর্ষের আদিবাংলায়,-সমতটে শ্রীচৈতন্য তাঁর চিরন্তণ প্রেমের বাণী গেয়ে উঠেছিলেন-'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাঁহার উপরে নাই।' মরমী সাধকরা জেনেছেন, মানবাত্মাই হলো পরমাত্মার অংশ, মানবাধারের মধ্যেই স্রষ্টা বিরাজ করছেন , আর ধর্ম-দর্শন-শিল্প-সংস্কৃতি হলো সেই মানবাত্মা থেকে উৎসারিত ঠিকরনো আলো যা মানুষকে পথ নির্দেশ করে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করতে শেখায়। পবিত্র কোরাণমজিদে আল্লাহ্তা'আ'লা বলেছেন,-
"ধর্ম নিয়া তোমরা বাড়াবাড়ি করিও না, ধর্ম নিয়া বাড়াবাড়ির কারণে অতীতে বহু জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে"।

হৃদয়মন্দিরের যে অতলসিন্ধুকে মন্থন করে যুগ যুগ ধরে এত মরমী আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও দর্শনের কল্যাণ শিক্ষা, সেই সাত রাজার ধন মানিক-রতন হেলায় উপেক্ষিত হয়ে গুমরে কাঁদে আর বিধাতা নীরবে চোখের জল ফেলে। নজরুল 'পাপ' কবিতায় লিখেছেন-

"মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির-কাবা নাই।"

আজ যদি নজরুল বেঁচে থাকতেন, না জানি সব দেখে শুনে কী বলতেন !

প্রিয় পাঠক, গ্রাম্য সমাজপতিদের যোগসাজসে ফতোয়াবাজ বর্বর মোল্লারা কত নূরজাহানকে, কত নিরীহ দরিদ্র পিতার কিশোরী কন্যাকে হয় পাথর মেরে হত্যা করেছে নয়তো দোর্‌রা দিয়ে শাস্তি দিয়েছে (যার চূড়ান্ত পরিণতি হলো আত্মগ্লানিতে ভুগে মেয়েটির আত্নহত্যা), মৌলবাদী নরপশুদের দ্বারা হিন্দু ও আহ্মদীয়া সম্প্রদায়ের কত হাজার মানুষ খুন হলো, কয়টি মসজিদ-মন্দির ধ্বংস হলো, কত কোরাণ-গীতা দাহ হলো, আহমদীয়া ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কি পরিমাণ সম্পত্তি মৌলবাদী জঙ্গী-দুর্বৃত্তদের দ্বারা আত্নসাৎকৃত হলো ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক সহিংসতারএকটা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত-প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া উচিত।

যে বয়সে একটি শিশুর সুকুমার-বৃত্তি চর্চার কথা ; বিদ্যার্জন, ছবি আঁকা, ছড়া-কবিতা আবৃত্তি চর্চার কথা, সঙ্গীতের কোমলতা ও ধর্মের ভক্তিরস-কল্যাণকে হৃদয়তন্ত্রীতে সমন্বিত করার কথা, সে বয়সে কেন সেই ফুল পিশাচ-নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত-ক্ষতবিক্ষত হয় ? অকালে ঝরে যায় ধর্মপিশাচদের হিংস্র থাবায় ? জাতির বিবেকের কাছে আমার প্রশ্ন। অথচ কোন কোন সভ্য দেশে বার-চৌদ্দ বছরের কোন সন্তানকে মা-বাবাও যদি প্রহার করে, আইন অনুযায়ী মা-বাবাকে জেলে যেতে হয়। অথচ, ঐ হতভাগ্য মেয়েদেরই কেউ হয়তো সুযোগ পেলে একদিন 'মাদার তেরেসা ' বা 'বেগম রোকেয়া' কিংবা

'সরোজিনী নাইডু' হয়ে জ্ঞান আর ভালবাসার আলো ছড়াতে পারতো (যা ঐ মোল্লাদের কাছে দুর্লভ), হতে পারত রুনা-লায়লার মতো শিল্পী অথবা দরদী চিকিৎসক । ক্লোজ-আপের কল্যাণে নোলককে আজ কে না জানে । অথচ, বেশীদিন আগের কথা নয়, যখন তাঁর গর্বিত 'মা' মানুষের বাড়ীতে কাজ করে তাকে মানুষ করেছেন । কোথায় হারিয়ে যেত নোলকের ভিতরের সেই প্রতিভা যদি ক্লোজ-আপ তাকে খুঁজে বের না করতো, হারিয়ে যেতো হৃদয়ের সেই মণি-মুক্তো যা আজ ধাপে ধাপে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ।

অথচ, হতভাগ্য ঐ নূরজাহানদের চারপাশের যে ঘন-নিকষ অন্ধকার পারিপার্শ্বিকতা তৈরী করে রেখেছে মোল্লাতন্ত্র ও গ্রাম্য সামন্ততন্ত্রের মিলিত অশুভ শক্তি, সেটি ভেদ করে ঐ হতভাগীনীরা আলোর কাছে যে পৌছতে পারে না । আর তাই বুঝি ঐ মহাকালের করুণ সঙ্গীত শোনা যায়, যার মাঝে নারীর চিরন্তন কান্না ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে,-

'আমি যে আঁধারে বন্দীনী, আমাকে আলোতে নিয়ে যাও,
স্বপন ছায়াতে চঞ্চলা, আমাকে পৃথিবীর কাছে নাও ।
ও-ও-ও-ও.....,ও-ও-ও-ও.....'।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ '-এ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীপুরুষের সমানাধিকারের নীতি গ্রহণ করেছে, তখন কিছু স্বঘোষিত 'ইসলামের ধ্বজাধারী' মৌলবাদী দল রব তুলল যে এতে নাকি কোরাণ লঙ্ঘিত হয়েছে । ইসলামবিরোধী কোন আইন তাঁরা হতে দেবেন না বা প্রতিরোধ করবেন ইত্যাদি । আমি বুঝতে পারছি না, তাঁদের পক্ষের (অর্থাৎ রাজনৈতিক ইসলামের) এত আলেম-ওলামা থাকতে তাদের একদল প্রতিনিধি প্রধান উপদেষ্টা বা ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টার কাছে গিয়ে যুক্তি দিয়ে বিশদ ব্যাখ্যাসহকারে বুঝিয়ে বলছেন না কেন যে, কোন্ কোন্ কারণে গৃহীত নীতিটি ইসলামবিরোধী বা কোরাণবিরোধী । 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮'-এ সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অধিকার সম্পর্কে আসলে কী লেখা রয়েছে, তা' কি তারা একবারও পড়ে দেখেছেন ? নাকি 'চিলে নাকি কান নিয়ে গেল' বলে মতলবি শোরগোল তুলে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছেন । তারা কেন এ বিষয়ে উম্মুক্ত বিতর্কের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছেন না দেশ-বিদেশের ইসলামী স্কলারদের, যারা নারীবিরোধী ও মানবতাবিরোধী শরীয়াকে ইসলামের মৌল চেতনার পরিপন্থী তথা ইসলামবিরোধী বলে প্রমাণিত করেছেন এবং সংস্কারের তাগিদ দিয়েছেন । সেটা না করে বা উম্মুক্ত আলোচনাসভায় সাধারণ মানুষকে মুক্তভাবে প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে তাঁরা 'প্রতিরোধ-প্রতিহত' করার হুমকি দিচ্ছেন । জরুরী অবস্থায় আর সবার জন্য যখন মিছিল-সমাবেশ নিষিদ্ধ, তখন আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে মিছিল-সমাবেশ করেছেন -এতেই এদের জঙলী চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়ে শুধু নয়, এদের ভিতরের দৈন্যতাটিও ফাঁস হয়ে যায় । আসলে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সৎসাহস এদের নেই, তাই সেটি ঢাকবার জন্য তাদের এত আক্রমনাত্নক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় ।

প্রিয় পাঠক, চলুন, আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখি, কোরাণ আসলে কি বলে সম্পদের উত্তরাধিকার প্রশ্নে । কারণ, আজকাল কতিপয় সংবিধান বিশেষজ্ঞ যেমন জাতিকে অজ্ঞ মনে করে ইচ্ছেমতো আইনের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি একশ্রেণীর আলেম-মৌলানাও স্বার্থবুদ্ধি এবং ক্ষমতা বা প্রতিপত্তির লোভ দ্বারা চালিত হয়ে ইসলাম ও শরীয়ত সম্পর্কে জাতিকে নিজেদের খেয়ালখুশীমতো বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে । প্রিয় পাঠক, কোন্ ব্যক্তির বাণীকে (এক্ষেত্রে ওয়াজমাহ্ফীল) আপনি বিশ্বাস করবেন, সেটা নির্ভর করবে ঐ ব্যক্তির চারিত্রিক গুনাবলী, ব্যক্তিত্ব, সততা প্রভৃতি অতীত-বর্তমান কার্যকলাপের রেকর্ডের উপর । সোজা কথায়, সমাজে যার গ্রহণযোগ্যতা

গড়ে উঠেছে । শুধুমাত্র ওয়াজ-নসীহত আর নামাজ-রোযা করলেই কেউ মহৎ ও অনুসরনীয় মুমীন ব্যক্তিত্ব হয় না । নবীজীকে যে মক্কার কুরাইশরা আল-আমীন উপাধি দিয়েছিল, তা তিনি অর্জন করেছিলেন দীর্ঘদিনের সত্যবাদিতা ও সততা দিয়ে তাঁদের মনজয় করেছিলেন বলে । মানুষের বিশ্বাসের মর্যাদা নবী (সঃ) রাখতে পেরেছিলেন বলেই বর্বর কুরাইশদের মাঝেও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ইসলামের প্রথম যুগের দুইজন খলিফাও নবীর কাছাকাছি চরিত্রের অধিকারী ছিলেন । তো সেই আলোকে বিচার করুন আজকের যুগের মোল্লা-মৌলানাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু । সুতরাং সত্যের খাতিরে আমাদের নিজেদেরই সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতে হবে গ্রহণযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইসলামী পন্ডিতদের গবেষণালব্ধ দলিলাদি থেকে।
“আমিই কোরাণ নাযিল করিয়াছি এবং আমিই উহার রক্ষক”-সূরা হিয্‌র, আয়াত ৯ । কোরাণের জিম্মা যেখানে আল্লা নিজেই নিচ্ছেন, তখন তথাকথিত 'কোরাণ-দ্রোহিতা' বা 'কোরাণবিরোধী তৎপরতা' ঘটে থাকলে তাঁর ভার আল্লাই নিচ্ছেন এবং এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন *(?-টীকা ভাষ্য; এই পৃষ্ঠার নীচে দেখুন) আয়াতের মাধ্যমে মানুষকে (এক্ষেত্রে আলেম-ওলামেদেরকে) সেই বিতর্কিত দায় (নাকি কর্তৃত্ব ?) থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে ।

“অতএব, আপনি (রসুল সঃ) উপদেশ দিন, আপনি ত কেবল উপদেশদাতা, আপনি তাহাদের শাসক নহেন” । -সূরা আল্‌ গাসিয়াহ্‌, আয়াত ২১ ও ২২।
“আমি পয়গম্বর প্রেরণ করিনা, সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরুপে ব্যতীত”.....”তাহাদের হিসাব বিন্দুমাত্রও আপনার দায়িত্বে নহে”.....”আমি আপনাকে তাহাদের সংরক্ষক করি নাই এবং আপনি তাহাদের কার্য্যনির্বাহী নহেন”.....”আপনি তাহাদের বলিয়া দিন, আমি তোমাদের উপর খবরদারকারী নহি “..... ।-সূরা আল্‌ আনাম, আয়াত ৪৮,৫২,৬৬, ৬৯ ও ১০৭ ।
“(হে রসূল) বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তা হইতে আগত । অতএব, যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক, এবং যাহার ইচ্ছা অমান্য করুক” ।.....”আমি রসূলদিগকে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারীরুপেই প্রেরণ করি ।”-সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত ২৯ ও ৫৬ ।

“বলুন, ...আমি স্পষ্ট সতর্ককারী ব্যতীত আর কিছুই নহি” । -সূরা আল্‌ আহ্‌কাফ, আয়াত ৯ ।

প্রিয় পাঠক, এবার আপনারা মিলিয়ে নিন ইসলামী লেবাসধারী সংগঠংগুলি ও একশ্রেণীর মওলানার সাম্প্রতিক জেহাদী বক্তব্যের সাথে উপরের আয়াতগুলি-”কোরাণবিরোধী কোন আইন হলে আমরা প্রতিরোধ করব” । এরা কারা ?- 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন', জামাত এবং এর সমগোত্রীয় দলগুলি । উপরের আয়াতগুলি কি শাসনতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থা হিসেবে কোরাণকে ব্যবহারের কোন অধিকার দিচ্ছে এমনকি রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে ? শাসনতন্ত্র মানে হচ্ছে কতগুলি আইন ও অধ্যাদেশের বিভিন্ন ধারা-উপধারার সমাহার । 'আইন' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করুন । যেখানে রসূলুল্লাহ্‌কেই কোন কর্তৃত্ব দেওয়া হয়নি, কোরাণের আয়াতগুলিকে আইন হিসেবে প্রয়োগ বা কায়েম করার জন্য, সেখানে আলেম-ওলামাদেরকে সেসব আয়াতকে আইন হিসেবে প্রয়োগের কর্তৃত্ব দেয়ার তো প্রশ্নই উঠে না । তাহলে কীভাবে সেগুলিকে 'আইন' বলা হচ্ছে ? ইসলামী নামধারী এসব দলগুলির এইসব তৎপরতা জনগনকে ধোঁকার নিরন্তর প্রচেষ্টা ছাড়া আর কী বলা যাবে ? তথাকথিত 'আল্লার আইন' বা 'ইসলামী শাসন' নয়-আসলে নিজেদের মঞ্জিলে-মকসুদ অর্থাৎ 'ক্ষমতা' নামক দেবীলক্ষ্মীর বরলাভই তাদের আসল মোক্ষ । উপরোক্ত আয়াতগুলি হচ্ছে শক্তিশালী দলিল যা দিয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত, যে কোরাণের বাণীগুলিকে উপদেশবার্তাব্যতীত রাষ্ট্রনীতি হিসেবে প্রয়োগের কোন নির্দেশনা নেই, সুযোগও নেই । অথচ মোল্লারা রাষ্ট্রনীতির উপর, নারীর উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত কোরাণের আয়াতকে চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন, হস্তক্ষেপ

করতে চাচ্ছেন। অথচ আমরা জানি, দেশের সংবিধানের উপর মুসলিম-অমুসলিম, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, নারী-পুরুষ সবারই হক রয়েছে। পরবর্তীতে আমরা সময়মতো প্রসঙ্গ অনুযায়ী সম্পত্তির উপর নারীর উত্তরাধিকার প্রশ্নে শরীয়ার অনুশাসনগুলি ইসলামসম্মত (অর্থাৎ কোরাণসম্মত) কিনা এবং নির্ভরযোগ্য কিনা তা' আলোচনা করব। (ক্রমশঃ)